তারিখ 03 MAY 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7
দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা
03 MAY 1992

সবার জন্য শিক্ষা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক আন্দোলন অপরিহার্য বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার 'সবার জন্য শিক্ষা ঃ সামাজিক আন্দোলন' শীর্ষক সম্মেলন উদ্বোধন করে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাতে আপামর জনসাধারণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষার গুরুত্ব কেউ কখনো অস্বীকার করেনি। করা যায় না। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড–এই প্রবাদটি অত্যধিক পুরানো এবং বহুব্যবহৃত হলেও এর মর্মার্থ ও যথার্থতা সবাই মানেন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রয়োজন। আর জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে তো প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশই নেই। যে কোন জাতির আর্থ–সামাজিক ক্রমবিকাশে শিক্ষাই হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। তাই কোন শিক্ষা-বঞ্চিত বা অশিক্ষিত সমাজের অন্যান্য সম্পদ যদি অফুরন্তও হয় তাহলেও তাদের অগ্রগতির কোন আশা থাকে না। কেন না, অশিক্ষিত জাতির পক্ষে কর্তব্য নির্ণয় যেমন সম্ভব নয়, পথের সন্ধান লাভও তেমনি তাদের জন্য দুরূহ। জাতীয় লক্ষ্য নিরূপণে সে জাতি যেমন স্থির করতে পারে না, তেমনি তা বাস্তবায়নও তাদের সাধ্যাতীত।

চারদিক একবার চোখ মেলে ধরলেই দেখা যায় যে, যেসব জাতি শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে–বিজ্ঞানে অগ্রণী তারাই অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। বিশ্বে তারাই নেতৃস্থানীয় জাতি। পক্ষান্তরে যেসব জাতি শিক্ষিত নয় সেগুলো রয়েছে পশ্চাদপদ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অনগ্রসরতার একটি বড় কারণই সেখানে শিক্ষার অভাব। একথা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডেই শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষা গণতন্ত্র সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শিক্ষা মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপুষ্টি সাধন করে। জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশেও শিক্ষার বিকল্প নেই। দারিদ্র্য–বিমোচন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় শিক্ষা একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষা ও অগ্রগতির অবস্থান পাশাপাশি এবং একে অন্যের পরিপূরক। একটি নিরক্ষর জাতির বর্তমান যেমন নিষ্প্রভ, তেমনি তার ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাংলাদেশের পক্ষে শিক্ষা নিয়ে গর্ব করার কোন অবকাশ নেই। প্রায় চার যুগ চেষ্টার পর এ দেশে সাক্ষর হয়েছে শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ লোক। তবে শিক্ষিতদের প্রকৃত সংখ্যা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। সেই হারটা নিঃসন্দেহে অতি তুচ্ছ হবার কথা। সে কারণে কেবল সাক্ষরতা নিয়ে আত্মশ্লাঘার অবকাশ আমাদের নেই। গোটা জাতিকে যথার্থভাবে শিক্ষিত করে তোলাটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বর্তমান সরকার দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চার অবকাশ সৃষ্টির ব্যাপারে কেবল অঙ্গীকারাবদ্ধই নয়, এ জন্য তারা ইতিমধ্যেই ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। সরকার শিক্ষাকেই দিয়েছেন সর্বাধিক গুরুত্ব। গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। দেশব্যাপী গণশিক্ষা কার্যক্রম আবার চালু করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি গোটা সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাকে একটি পূর্ণ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সকল সম্পদ, শক্তি ও সামর্থ্যের যথাযথ সমাবেশ ঘটাতে হবে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার [illegible] হচ্ছে অপরিহার্য পূর্বশর্ত।